''ঘরের দরজা খোলার জন্য অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা দেহ-অভিমানের আমিত্বকে ত্যাগ করো, বার্থ ডে-তে দৃঢ়তার দ্বারা বলা এবং করা এক করে সফলতামূর্ত হও''

আজ বাপদাদা চারদিকের বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। চারদিক থেকে হৃদয়ের এই একটা আওয়াজই আসছে - বাঃ বাবা বাঃ! আর বাবার হৃদয় থেকে এই আওয়াজ আসছে - বাঃ বাচ্চারা বাঃ! আজ সবাই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দিব্য জন্মের আনন্দ উদযাপন করছ। আজ তোমরা আনন্দ উদযাপন করছ এবং সাথে বাবাও বাচ্চাদের আনন্দ উদযাপন করছেন। আজকের দিনই বিচিত্র জয়ন্তীর দিন, যা বাবা এবং বাচ্চাদের একসাথে দিব্য জন্মের দিন। তাইতো তোমরা সকলেই অভিনন্দন জ্ঞাপনও করছ এবং গ্রহণও করছ, কারণ বাবা যজ্ঞ রচনার জন্যই জন্ম নিয়েছেন। তো যজ্ঞে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই প্রয়োজন। সুতরাং এটিই একমাত্র জয়ন্তী যা বাবা এবং বাচ্চাদের যৌথ জয়ন্তী, এই কারণেই এই শিব জয়ন্তীকে হীরা তুল্য জয়ন্তী বলা হয়। বাবা দেখছেন যে, প্রত্যেক বাচ্চা কতখানি স্নেহের সাথে অভিনন্দন জানাতে এসেছে এবং বাবাও অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। এই জয়ন্তী অত্যন্ত স্নেহের জয়ন্তী। স্নেহী বাচ্চা, স্নেহী বাবা এবং স্নেহী জয়ন্তী।

বাপদাদার কাছে দেশ-বিদেশের চতুর্দিকের সব বাচ্চার স্নেহ পৌঁছাচ্ছে। বাবা প্রত্যেক স্নেহী বাচ্চাকে পদ্মগুণ সস্নেহ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই স্নেহ সব বাচ্চাকে সহজে কর্মযোগী বানায়। এই স্নেহ সদা সহজ বানায়, শক্তিশালী বানায়। বাপদাদার একার জন্মদিন নয় কেননা, বাবা সদাসর্বদা বাচ্চাদের সাথে থাকেন। একসাথে থাকবেন, একসাথে চলবেন এবং একসাথে রাজত্ব করবেন। তোমাদের সবারও এই প্রতিজ্ঞা রয়েছে তো না! একসাথে থাকতে হবে, একসাথে উড়তে হবে এবং একসাথে রাজত্ব করতে হবে!

তোমাদের ভক্তরাও আজ বিশেষভাবে বাপদাদার স্মরণে আসছে। কেননা, তোমরা যা করেছো তোমাদের ভক্তরা তা' খুব ভালোভাবে কপি করেছে। যেহেতু দ্বাপর যুগে পরমধাম থেকে তারা সবার আগে এসেছে, তো প্রথম জন্ম সবসময়ই সতোপ্রধান হয়, আর সেই কারণেই তারা খুব ভালোভাবে কপি করেছে। তাই আজকের দিনে বাচ্চাদের সাথে তোমাদের ভক্তদেরও মনে পড়ছে। সূক্ষ্মবতনে আজ অমৃতবেলা থেকেই বহু বাচ্চার ভিড় ও উজ্জ্বলতা ছিল। সব বাচ্চা ভাবছিল যে আমি বাপদাদাকে নিজের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি আর বাপদাদাও সব বাচ্চার অভিনন্দন অতি স্নেহের সাথে গ্রহণ করেছেন। তাইতো আজ সূক্ষ্মবতনে এই মেলা বসেছিল। একদিকে তোমরা বাচ্চারা ছিলে, আর অন্যদিকে অ্যাডভান্সে চলে যাওয়া তোমাদের সাথীরাও সাথে এসেছিল।

বাপদাদা দেখেছেন যে দাদিদের এবং অনন্য ভাইদের লিস্ট অনেক বড় ছিল। প্রত্যেক দাদি বাপদাদাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছিল, কিন্তু সেই সাথে তোমরা সব ভাগ্যবান বাচ্চাকেও অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছিল। তো আজ সূক্ষ্ম বতনে অভিনন্দনের মেলা ছিল। অ্যাডভান্স পার্টির বিশেষ দাদিরা এবং ভাইরা, তোমরা সব বিশেষ নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের স্মরণ ক'রে হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছিল। তো বাপদাদা সবার পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমরা স্বীকার করেছো?

বিশেষ বোন এবং ভাইদের সকলের একটাই আওয়াজ ছিল, ঘরের গেট এখন কবে খোলা হবে! বিশেষ দিদি, দাদি বলছিল যে, আমাদের সখীদের ও ভাইদের আমাদের পক্ষ থেকে এটাই বলবেন যে, গৃহে পুনর্গমনের জন্য কোন তারিখ ফিক্স করা হয়েছে? সবাই একসাথে যাবো তো না! আলাদা আলাদা তো

যাবনা? দরজা খোলার সময় সবাই একসাথে হাজির হয়ে যাব। তো তারা সেই ডেট জানতে চাইছিল। বাপদাদা হাসলেন, কেননা, বাবা নিজেও চান যে - এখন গেট খোলার জন্য সব বাচ্চার অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি প্রয়োজন। এটাই গেট খোলার চাবি। বাপদাদা তো সবসময় বলতেই থাকেন যে, অসীম বৈরাগী হয়ে ব্যর্থ সঙ্কল্প এবং ব্যর্থ সময় - উভয়ই একসঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব ত্যাগ করা অর্থাৎ অসীম বৈরাগী হওয়া। কেননা, বাপদাদা দেখেছেন যে, সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হলো দেহ-অভিমান। এই দেহ-অভিমান ত্যাগ করে চলতে-ফিরতে দেহী-অভিমানী হওয়া, এটাই হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য।

তো সবাই মুখে তো বলে - আমার বাবা, মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা। যখন তোমরা হৃদয় থেকে বলো 'আমার', তখন এই দেহ-অভিমান যা 'আমি' রূপে আসে... বাবা সবসময় বলেন যে, এই আমিত্বভাব যে চলে আসে - আমি যা করছি, আমি যা বলছি সেটাই ঠিক; একটা 'আমি' হলো কমন, আমি আত্মা এবং এটি আমার শরীর। দ্বিতীয়টি হলো সূক্ষ্ম 'আমি', যা শোনালাম - আমি এটা করেছি, আমি এটা করতে পারি, আমিই ঠিক; এই সূক্ষ্ম 'আমি'-কে শেষ করতে হবে। দেহ- অভিমান এই রূপেই আসে। তো আজ বাপদাদা এই সূক্ষ্ম আমি ভাব, যা কখনও বাবার বিশেষত্বকেও নিজের মনে ক'রে আমিত্ব ভাব রাখে, তা' সমাপ্ত করতে হবে। দেখ, স্মারক যা বানানো হয়, তাতেও যখন বলি দেওয়া হয়, তখন নিজে বলি হয় না, বরং কাকে বলি দেওয়া হয়? ছাগলকে। ছাগলকে কেন খোঁজা হলো? কারণ ছাগল কেবল ম্যাঁ-ম্যাঁ (আমি আমি) করে। ভক্তরা তো খুব ভালোই কপি করেছে! তো আজকের দিনে এই দেহ-অভিমানের আমি-কে পুরুষার্থ করে সমাপ্ত করতে পারো? বাবার জন্মদিনে এসেছ, তো কোনো উপহার দেবে তো না! তো বাবার অন্য কোনো উপহার চাই না, এই সূক্ষ্ম আমি-ভাব - বাবা বলছেন এটাই আজকের জন্মদিনে বাবাকে উপহার দিয়ে দাও। দিতে পারো? দিতে হবে! সাহস আছে? আছে সাহস? হাত তোলো। হাত তুলে তো খুশি করে দিলে। তাহলে হাত যখন তুলেছো, তখন উপহার দিয়ে দিলে তো না! দেওয়া উপহার কি কেউ কখনো ফেরত নেয়? অনেক বাচ্চা বলে, বাবা আমরা চাই না, কিন্তু এসে যায়। কারণ কী? কারণ যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে খুব সুন্দর উত্তর দাও তোমরা। বলো, জানিও, মানিও, কিন্তু কী করবো, ফেরত চলে আসে। ভেবে দেখ! যদি কোনো দেওয়া জিনিস তোমার কাছে ফিরে আসে, তবে সেই দেওয়া জিনিস নিজের কাছে রেখে দেবে? তো যদি তুমি হৃদয় থেকে দিয়ে থাকো, আর সেটি যদি ফিরেও আসে, রাখবে নিজের কাছে? কারণ কী? বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে তো না! তো ভালোবাসার কারণে বাবা যা বলেন, তা-ই করতে চাও তোমরা। এই রেজাল্ট বাবার কাছেও আসে, কিন্তু কী হয় - দৃঢ়তার অভাব। দৃঢ়তাকে ব্যবহার করো। তোমরা সংকল্প তো করো, কিন্তু এক হ'লো সংকল্প করা, আরেক হ'লো দৃঢ় সংকল্প করা। তাই বারবার করা সংকল্পে দৃঢ়তা নিয়ে আসার এই বিষয়ে তোমাদের অ্যাটেনশন কম। দৃঢ়তা হলো সফলতার চাবি। তো আজ কী করবে? সংকল্প করবে, নাকি দৃঢ় সংকল্প করবে? যদি তোমার দৃঢ় সংকল্প থাকে, তবে তার লক্ষণ - দৃঢ়তা সফলতার চাবি। তো চাবি লাগানোর ক্ষেত্রে কোনো খামতি থেকে যায়, সেইজন্য সম্পূর্ণ সফলতা পাওয়া যায় না।

তো আজ বাপদাদারও বাচ্চাদেরও জন্মদিন, বাবারও জন্মদিন। সুতরাং এটি বিশেষ দিন তো না! বাবা এবং বাচ্চাদের একই সময়ে জন্ম, সমগ্র কল্পে এই জন্মদিনের এটি বিশেষত্ব। তো আজকের দিনে বাবা এটাই চান যে, সব বাচ্চা নিজের হৃদয়ে দৃঢ়তা এনে এই দৃঢ় সংকল্প করুক যে আমরা ব্যর্থ সংকল্প এবং ব্যর্থ সময় নষ্ট করবো না, কারণ যদি সারা দিন অ্যাটেনশনের সাথে চেক করো, তবে দেখা যাবে মাঝে মাঝেই সময় এবং সংকল্প ব্যর্থ চলে যায়। বাপদাদা সবার রেজিস্টার দেখেন তো না! সেই ব্যর্থতাকে বাঁচানো মানেই সমাপ্তির সময়কে কাছে নিয়ে আসা। প্রস্তুত তোমরা? নাকি এখনও বলবে যে, এসে যায়, কী করব? ব্যর্থতার কাজই হলো আসা, কিন্তু তোমার কাজ কি তাকে বসিয়ে রাখা? তোমরা তাকে বসিয়ে দাও, তাইতো সেও ঘর বানিয়ে দিয়েছে। সেও বুঝে গেছে যে তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা নেই। সেইজন্য আজকের এই স্নেহের দিনে সবার হৃদয়ে এখন কী চলছে? অমৃতবেলা থেকে হৃদয়ে আজ বারবার

কী আসছে? আমার বাবা, আমার বাবা, আমার বাবা। বাবার হৃদয়েও রয়েছে - আমার বাচ্চারা, আমার বাচ্চারা, আমার বাচ্চারা...। তো এভাবে মেজরিটি বাবার স্মরণে রয়েছে। দিনের প্রভাব আছে, বাপদাদা তা' নোট করেছেন। স্নেহের দিন হওয়ার কারণে বারবার সকলের আমার বাবা, আমার বাবা বেশিক্ষণ স্মরণে থেকেছে। এরকমই? এতে হাত তোলো। আজকের দিনের ব্যাপার। আমার বাবা স্মরণে ছিল? আর কিছু স্মরণে ছিল? না। এ'রকম এ'রকম ভাবে হাত তুলছো, খুব ভালো। তো যদি রোজ বারবার চেক করো, সঙ্গমের প্রতিটি দিনই বাবার স্নেহের দিন। যেমন আজ বিশেষ দিন হওয়ার কারণে বেশি মনে পড়েছে তো না! ঠিক তেমনই সদা অমৃতবেলায় এটা স্মৃতিতে রাখো যে, এই সঙ্গমের এক একটি দিন কত গুরুত্বপূর্ণ! ছোট একটি জন্মে ২১ জন্মের প্রাপ্তি গ্যারান্টি। তাহলে এক একটি দিনের কত গুরুত্ব হ'লো! কোথায় ২১ জন্ম আর কোথায় এই ছোট একটি জন্ম।

তো বাপদাদা আজ তোমরা সব বাচ্চার থেকে জন্মদিনের এই উপহারই চান। দেবে উপহার? দেবে? হাত তোলো। দৃঢ় নিশ্চয়ের হাত। দেখবো, করবো এমন নয়। করতেই হবে। যাই হয়ে যাক না কেন, ত্যাগ মানে ত্যাগ। এটি ত্যাগ নয় বরং ভাগ্য! তাহলে আজকের দিনে যদি সঠিকভাবে হাত তুলে থাকো, তবে তা' গুরুত্বের দিন, তাই না! এখন থেকে তোমাদের চোখে-মুখে ব্যর্থের সমাপ্তি এবং সদা স্মৃতি স্বরূপের দ্যুতি মুখমণ্ডলে ও আচার-আচরণে আসা উচিত। মায়ার যে এই শব্দগুলো আছে না! কেন, কী, কখন, কীভাবে...এগুলো যেন সমাপ্ত হয়ে যায়, তবে মুখ আর আচরণ সেবা করবে। এখন ভাষণের প্রভাব বেশি। বাপদাদা খুশি যে তোমরা খুব ভালো ভাষণ দিচ্ছ, কিন্তু দিনের পর দিন এখন যেমন এই ভাষণের দ্বারা, বাণীর দ্বারা সেবার প্রতি ভালো উৎসাহ- উদ্দীপনা রেখেছ এবং সফলতাও পেয়েছ; ঠিক তেমনই এখন সময় অনুসারে তোমাদের বেশি সেবা হবে মুখমণ্ডল এবং আচরণের মাধ্যমে। তার অভ্যাস চাই, যেমন ভাষণ দিতে দিতে তোমরা পারদর্শী হয়ে গেছ, তাই না! তেমনই এখন চেহারা এবং আচরণের দ্বারা কাউকে খুশির বরদান দাও, এই অভ্যাস করো। কেননা সময় কম পাওয়া যাবে, তাই সময় এবং সংকল্পের গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকো। যা হওয়ার হঠাৎই হবে। তাই বার্থ ডে মনে থাকে, তাই না! বার্থ ডে আসতে চলেছে, আসতে চলেছে, এটা কত সময় স্মরণে এসেছে? বাপদাদা আসছেন, আসতে হবে, দেখা করতে হবে এটা কত সময় স্মরণে রেখেছ? এখন এই সংকল্প করো, দৃঢ়তার সাথে ব্যর্থ সময় এবং সংকল্পকে সমাপ্ত করতে হবে। হৃদয়ে সমাহিত করতে করতে আমার বাবা, আমার বাবা বলা আলাদা জিনিস, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে সমাহিত করা অন্য জিনিস। হৃদয়ের কথা কখনো ভোলা যায় না। মুখের কথা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু অন্তর্মনের কথা তা' ভালো হোক বা ব্যর্থ দুটোই ভোলা যায় না। তাহলে আজ বাপদাদাকে উপহার দিয়েছো তো না? দু'-হাতই উঠাও। আরে বাঃ! এই ফটো তুলে নাও। বাপদাদা শুধু হাত দেখেন না, বাপদাদা তোমাদের হৃদয় দেখছেন।

তো আজকের দিনের উপহার নিজেকেও দিয়েছ এবং বাবাকেও দিয়েছ। যদি তোমাদের ব্যর্থ সময় এবং সংকল্প বেঁচে যায়, তাহলে তোমাদের দিন কেমন কাটবে? সদা ভাগ্যবান এবং আনন্দময় হয়ে যাবে। তো এখন অমৃতবেলায় বাপদাদার সাথে মিলনের পরে, এই সংকল্প রোজ স্মৃতিতে আনবে এবং সারাদিনের মাঝে মাঝে চেক করবে। বাপদাদা টাইম ফিক্স করেন না, কিন্তু তোমরা তোমাদের টাইম ফিক্স করো। মাঝে মাঝে চেক করবে, বাপদাদার সামনে জন্মদিনে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করছ কিনা! এটা নিজের সাথে নিজে চেক করবে। চায় তো সবাই। বাপদাদা আজ সবার মুখচ্ছবি দেখছেন যে, তারা মনেপ্রাণে চায় ও বলে - 'হ্যাঁ করবো, করবো, করবো', কিন্তু এই যে ওয়েস্ট চলে আসে, তখন তা' বাবার কাছে করা প্রতিজ্ঞাও ভুলিয়ে দেয়। তো ব্যর্থকে শেষ করো। এক মিনিট, এখনই এক মিনিট শক্তিশালী আত্মা হয়ে সংকল্প করো যে ওয়েস্ট শেষ করতেই হবে। (বাবা ড্রিল করিয়েছেন) আচ্ছা।

বাপদাদা তাঁর একটি বাচ্চাকেও নিজ সমান বানানো ব্যতীত থাকতে চান না। ভালোবাসা রয়েছে তো না!

দেখ, আজকের দিন সেই ভালোবাসার প্রতীক। সমগ্র কল্পে বাবা এবং বাচ্চাদের এমন দিন হয় না যেখানে বাবা এবং বাচ্চাদের জন্ম একই দিনে হয়। প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি বাবার হৃদয়ের ভালোবাসা রয়েছে যে - আমার বাচ্চা, পরমাত্মার বাচ্চা, যে সংকল্পই করো, সেই সংকল্প যেন সফল হয়। প্রতিটি সংকল্পে যেন শক্তি থাকে, বলা এবং করার মধ্যে যেন কোনো তফাত না থাকে। বলা অর্থাৎ হয়ে যাওয়া। সংকল্প যেন শুদ্ধ হয়। তাহলে ব্যর্থ আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। কেননা, অ্যাডভান্স পার্টি ডেট জানতে চায়। তো তোমাদের বড় বড়ো দাদিরা আছে, বড় বড়ো ভাইয়েরা আছে, তাদের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে তো না? কতটা স্মরণ করো তোমরা? দাদিকে, দিদিকে, চন্দ্রমণিকে - সবার নাম নিতে থাকো, তোমরা সবাইকে স্মরণ করো। সুতরাং তারা যা চায়, সেটা ক'রে বলে দাওনা! তো আজকের সঙ্কল্প কী ছিল? বলা এবং করা এক হতে হবে। ঠিক আছে! তাইতো আজ চারদিকের সব বাচ্চাকে বাপদাদা বার্থ ডে-র উপহার হিসেবে এটাই দিচ্ছেন - 'বলা এবং করা' এক করো। আজকের দিনের দৃঢ়তার উপহার বাপদাদা সব বাচ্চাকে দিচ্ছেন। শুভ কার্য দৃঢ়তার সাথে সফল করো।

বাকি আজ যারা প্রথমবার এসেছো, তারা ওঠো। হাত নাড়াও। আগত বাচ্চাদের, যারা এসে গেছো এবং জেনে নিয়েছো যে ইনিই আমার বাবা, বাপদাদা তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাপদাদা খুশি, যে সঙ্কটকাল আসতে চলেছে, তার আগেই তোমরা এখানে পৌঁছে গেছো, এর জন্য তোমাদের অভিনন্দন।

এখন থেকে আগত সব বাচ্চা এই সংকল্প করো - দৃঢ় সংকল্প, সাধারণ নয়, দৃঢ় সংকল্প করো যে, তীব্র পুরুষার্থী হতেই হবে। তীব্র, সাধারণ নয়। তবেই তোমরা অদূরবর্তী নিজের রাজ্যে এসে যাবে। সেইজন্য সাধারণ সংকল্পের সময় এখন শেষ হয়েছে। এখন তীব্র পুরুষার্থের সময়, চান্স রয়েছে। তবুও যারা চান্স নিয়েছ তারা চ্যান্সেলর তো হয়ে গেছ! সব বাচ্চাকে দেখে বাপদাদা আনন্দিত এবং সব বাচ্চাকে বলছেন যে, যদি তীব্র পুরুষার্থ করো, তবে একসাথে যাবে এবং একসাথে থাকবে। তো অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন।

বাপদাদা হৃদয় থেকে চান যে একটি বাচ্চাও যেন পিছিয়ে না থাকে। সবাই যেন একসাথে চলে। পিছনে পিছনে আসা ভালো লাগে না। সাথে থাকতে হবে, হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে, ঘরে ফিরতে হবে তো না! এটা রিটার্ন জার্নি। তার জন্য যেভাবে ব্রহ্মা বাবা ফরিস্তা, সেভাবে ফলো ফাদার। সাকারে থাকতে থাকতে ফরিস্তা... যাকেই দেখ, ফরিস্তাই ফরিস্তা, তবেই গেট খুলে যাবে। আচ্ছা। সব বাচ্চাকে সদা ভাগ্যবান এবং সদা প্রফুল্ল স্বরূপের স্মরণের স্নেহ-সুমন।

বরদানঃ- নিজের একাগ্র স্বরূপের দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তির লীলাগুলিকে অনুভবকারী অন্তর্মুখী ভব

একাগ্রতার আধার হলো অন্তর্মুখতা। যারা অন্তর্মুখী থাকে তারা ভিতরে-ভিতরেই সূক্ষ্ম শক্তির লীলাগুলিকে অনুভব করতে থাকে। আত্মাদের আহ্বান করা, আত্মাদের সাথে আত্মিক বার্তালাপ করা, আত্মাদের সংস্কার - স্বভাবকে পরিবর্তন করা, বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে দেওয়া, এইরকম আত্মিক দুনিয়াতে আত্মিক সেবা করার জন্য একাগ্রতার শক্তিকে বাড়াও, এর দ্বারা সকল প্রকারের বিঘ্ন স্বতঃ সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সকল প্রাপ্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে বিশ্বের স্টেজের উপর প্রত্যক্ষ হওয়াই হল প্রত্যক্ষতার আধার।

অব্যক্ত ঈশারা :- পরোপকারের ভাবনার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে অপকারীরও উপকার করো যদি কেউ প্রতিদিন তোমাদের

নিন্দা করে, সদা অকল্যাণ করে, তোমরা তাদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে তাদেরও কল্যাণ করতে থাকো। এটাই হলো তোমাদের, জ্ঞানী তু আত্মাদের কর্তব্য। যেরকম বাবার মহিমাতে বিশেষ করুণাময়ের গুণ গাওয়া হয়, সেটা দেশে হোক বা বিদেশে, বাবার সামনে গেলে করুণাময়, মার্সিফুল বলা হয়ে থাকে। তো তোমরাও করুণাময় হও। এইরকম করুণাময় হয়ে সকলের উপকার করো।